দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... SEP. 5 1999
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

ভার্সিটিতে বিলম্বে ফল প্রকাশ

শিক্ষকরাও কম দায়ী নয়

স্বর্ণক শাহী

সাম্প্রতিককালে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিলম্বে ফল প্রকাশ একটি স্বতঃসিদ্ধ ঘটনা। পরীক্ষা শেষ তো এবার তীর্থের কাকের ন্যায় অপেক্ষা শুরু। সেশন জটের দীর্ঘ রাস্তা পেরিয়ে চাকরির বয়স পেরিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা নিয়ে জিম্মি নতুন এক অধ্যায় এখন বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া সব ছাত্রছাত্রীকেই সইতে হচ্ছে। কারণ সন্ত্রাসের কাছে যেমন শিক্ষাবর্ষ জিম্মি অনুরূপ শিক্ষকদের কাছে রেজাল্ট জিম্মি। কি দুঃসহ পরিণতি! এ নির্মম পরিণতিতে ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলন সংগ্রাম সভা সমাবেশ ভিসি অফিস কিংবা রেজিস্ট্রার অফিস ঘেরাও স্মারকলিপি পেশের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানিয়ে থাকে এ রকম ঘটনা নতুন নয় কিন্তু এ দুঃসহ অপেক্ষার প্রতিবাদের ভাষায় একটি নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করেছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্রছাত্রী। তারা একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করে পালন করেছে "অপেক্ষার বর্ষপূর্তি"। দেশে কিংবা বিদেশে এটি একটি বিরল ঘটনা যার মধ্যে প্রত্যক্ষ কৌতুকবোধ কাজ করলেও পরোক্ষভাবে প্রকাশ পেয়েছে জীবনের মূল্যবান সময় নষ্টকারীদের অবহেলার প্রতি ধিক্কার। এই ধিক্কার দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কর্তাব্যক্তিদের কর্মস্পৃহায় নাড়া দিতে হয়ত পারেনি কিন্তু দেশবাসীকে জানিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে শিক্ষকদের গাফিলতির অজানা অধ্যায়। ফল প্রকাশে দীর্ঘসূত্রতা শুধুমাত্র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েই নয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, প্রকৌশলসহ সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই রয়েছে এর অভিন্ন রূপ। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ অবস্থা একসময় কল্পনাতীত ছিল। অনতিক্রম্য কোন কারণ না ঘটলে নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষা হতো। শিক্ষাবর্ষ শুরু হতো যথাসময়ে। ফল প্রকাশে বিলম্বের প্রশ্নই ওঠে না। সিলেবাস শেষ না করেই কোন কোন ক্ষেত্রে অর্ধসমাপ্ত রেখে তাহাহুড়া করে পরীক্ষা গ্রহণের বর্তমান প্রবণতাও এই সেদিন থেকে সৃষ্ট, বর্তমানে যেখানে ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়স পার করে বিশ্ববিদ্যালয় পেরুতে হয় একসময় ২২/২৩ বছরেই তা পার করা হতো। কিন্তু এখন এসবই ইতিহাস, এ নতুন ইতিহাসের জন্য একদিকে যেমন শিক্ষাঙ্গনের প্রতিকূল পরিবেশ দায়ী অন্যদিকে সমধিক দায়ী শিক্ষার দণ্ড নিয়ে দণ্ডায়মান ব্যক্তিরা। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতেও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয়, সভা সমাবেশ বনধ্ বা হরতালও পালিত হয় না এমনটি নয়। কিন্তু রাজনীতির দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে কিন্তু পারে না। সন্ত্রাস আর নোংরা রাজনীতির পাগলা আক্রমণে তাদেরকে হল ছেড়ে পালাতেও হয় না। দীর্ঘ অপেক্ষার প্রহর গুনতে হয় না। ফল প্রকাশের। কারণ এদেশের শিক্ষক সমাজের মতো তারা নোংরা রাজনীতির সাথে জড়িত হয়ে পড়ে না। পরীক্ষার খাতা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে দেখেই ফলাফল দাখিল করার বাধ্যবাধকতা এককালে এদেশে না থাকা সত্ত্বেও যথাসময়ে ফল প্রকাশ সম্ভব ছিল। অথচ এখন এক্ষেত্রে কড়াকড়ি আরোপ করেও তার বাস্তবায়ন করা অসম্ভব হচ্ছে। খুব সম্ভবত এর পিছনে শিক্ষকদের দায়িত্ববোধের প্রতি আস্থাই ছিল প্রধান এবং মূল কারণ। শিক্ষাবর্ষ কখন থেকে শুরু, বিলম্বিত ফল প্রকাশ শিক্ষার্থীদের কতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত করবে-এসবই জ্ঞাত হবার পরও বর্তমানে ফল প্রকাশে বিলম্ব হচ্ছে। এর পিছনে শিক্ষকদের বাইরের ব্যস্ততাই অনেকাংশে দায়ী। শিক্ষকদের বেশিরভাগই আজকাল নানা কাজে ব্যস্ত। কেউ কনসালটেন্সিতে নিয়োজিত। কেউ এনজিও করছেন আবার কেউবা রাজনীতি নিয়ে অতিমাত্রায় অস্থির। বাকিরা প্রমোশনের তদ্বিরী কিংবা বিভিন্ন প্রশাসনিক পদ দখলের প্রচেষ্টায় নিমগ্ন, প্রয়োজনতো বটে অপ্রয়োজনেও সেমিনার সিম্পোজিয়াম আর টেলিভিশনের পর্দায় ধরা দেয়ার প্রবণতায় বিভোর। হয়ত এসবের প্রয়োজন থাকতে পারে। তবে এসব সোসাইটি, নোংরা রাজনীতি কিংবা প্রমোশনের পলিটিক্স করতে গিয়ে যদি ক্লাসের বারোটা বাজে অথবা খাতা দেখতে বিলম্ব হওয়ায় হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যত বিনষ্ট হয় তাহলে বিষয়টি আর সাধারণ কোন পর্যায়ে থাকে না। শিক্ষকদের এ জাতীয় দায়িত্বহীনতায় ছাত্রছাত্রীদের সাথে সাথে দেশের ভবিষ্যতও জড়িত। শিক্ষক সমাজের বর্তমান অবস্থার উত্তরণ হওয়া উচিত তাই জাতীয় স্বার্থেই। দেশের স্বার্থেই মনোযোগী হওয়া উচিত নিজ নিজ কর্তব্য পালনে।

শিক্ষকদের বেশিরভাগই আজকাল নানা কাজে ব্যস্ত। কেউ কনসালটেন্সিতে নিয়োজিত। কেউ এনজিও করছেন আবার কেউবা রাজনীতি নিয়ে অতিমাত্রায় অস্থির